ভোটদাতা মুর্তাদ

VOTE

১৬ বছর আগে, পশ্চিমা ধর্মত্যাগী সংগঠনগুলোর মুর্তাদ ইমামের দল; যার মধ্যে নিহাদ আওয়াদ (CAIR), সামি আল-আরিয়ান (WISE) এবং তাদের মত আরো অনেকে একত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন "২০০০" এর পৌত্তলিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য আমেরিকার বিভিন্ন "মসজিদ" কে অন্তর্ভুক্ত করে এক ধর্মীয় সভার ডাক দেয়। রাজনৈতিক সচেতনতার দাবি করে এই সম্মেলন আয়োজন করা হলেও, শেষ পর্যন্ত তা আমেরিকান পৌত্তলিকতার সবচেয়ে বড় দুই দলের এক দল রিপাবলিকান পার্টি কর্তৃক মনোনীত প্রেসিডেন্ট প্রার্থী জর্জ ডব্লিউ বুশের প্রচারণা কার্যক্রমে পরিণত হয়। তারা বুশের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির উপর ভিত্তি করে তার প্রতি সক্রিয় সমর্থণ জ্ঞাপন করেছিল। আর নির্বাচনী প্রচারণার সময় বুশ সোমালিয়ার অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের জন্য ক্লিনটনের সমালোচনা করে, আরব আমেরিকানদের বিরুদ্ধে গোপন প্রমাণাদি ব্যবহারের তীব্র নিন্দা করে, এবং নিজেকে সে "দরদি ও রক্ষণশীল" হিসেবে চিত্রিত করে; যে কিনা সংখ্যালঘুদের সাহায্য করবে এবং "বিশ্বাসভিত্তিক সম্প্রদায়" ও সংস্থাকে শক্তিশালী করবে। এমনকি সে আরো বলে, "আমি মনে করি না আমাদের সৈন্যদল জাতি গঠনের কাজে আসবে", "যদি আমরা বিশ্বব্যাপী জাতি গঠনের মিশনে অধিক হারে আমাদের সৈন্য সরবরাহ বন্ধ না করি। আমরা অতি শীঘ্রই মারাত্মক কিছু সমস্যায় পতিত হতে যাচ্ছি এবং আমি তা প্রতিরোধ করতে চাই"![১]

---

১ ক্লিনটনের হস্তক্ষেপমূলক কাজের সমালোচনা করায়, পশ্চিমের মুর্তাদ ইমামের দল বুশের খুব প্রশংসা করেছিলেন, যখন তারা এটা বুঝতে পেরেছিলেন যে বুশের এই সমালোচনা বলকানের দেশগুলোতে ক্লিনটনের গৃহীত নীতির প্রতি নির্দেশ করছে। ক্লিনটনের নীতির বিরুদ্ধে এই ইমামরা র‍্যালিও করেছিলেন, যদিও তারা খুব ভালভাবেই জানতেন ক্লিনটন এখানে শুধু সেই কারণেই জড়িয়েছে, যে কারণে জড়িয়েছিল সোমালিয়ায়; আর তা হচ্ছে জিহাদের ক্রমবৃদ্ধি এবং বিস্তারের ভয়। মুর্তাদ ইমামদের এই আচরণ মোটেই আশ্চর্যজনক ছিল না কারণ তারা জিহাদ বিষয়টাকে ক্রুসেডারদের চাইতেও বেশি ভয় পায়। এছাড়াও, তথাকথিত "অ-হস্তক্ষেপবাদী" প্রস্তাবের

আল হায়াত মিডিয়া সেন্টার
আল-আদালহ ফাউন্ডেশন

জর্জ ডাব্লিউ বুশ এবং তাঁর মুর্তাদ সমর্থকরা

রের বরকতময় অভিযান পরিচালিত হল, আল-হাওয়ালি রাষ্ট্রপতি বুশের নিকট একটি খোলা চিঠি লিখেছিল। এতে সে মুরতাদদের পক্ষ থেকে বুশের প্রতি তার অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছিল, "আমরা মুসলমানরা আপনাকে নির্বাচিত দেখতে চেয়েছি এবং আমাদের কাছে প্রমাণ আছে, যে ভোটের মাধ্যমে আপনি বিজয়ী হয়েছেন, তা আমাদের ভোট ছিল এবং আমি ব্যক্তিগতভাবে মুসলমানদের আপনার পক্ষে ভোট দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলাম"। হ্যাঁ, দুঃখজনকভাবে "২০০০" সালে, ফ্লোরিডার "সুইং স্টেট" এ যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার একটি স্টেট, যেখানে মুসলিমদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে এবং যেখানে সবচেয়ে বেশি মসজিদ রয়েছে, সেখানে বুশ গোরের চাইতে ৫৩৭ ভোট বেশি

বুশের ভণ্ডামিপূর্ণ প্রতিশ্রুতি ছাড়াও, মুর্তাদ ইমামগণ নিজ উদ্যোগে কুসংস্কারাচ্ছন্ন ষড়যন্ত্র তত্ত্ব প্রচার করেছিলেন এবং দাবি করেছিলেন যে, যদি আল গোর নির্বাচনে জয়লাভ করে, তাহলে আমেরিকান ইহুদি লবি মোসাদের সাথে মিলে গোরকে হত্যা করবে এবং এইভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চালিত হবে এর প্রথম ইহুদি রাষ্ট্রপতি, জো লিবারম্যান দ্বারা। সুতরাং, তারা তাদের রাজনৈতিক অজ্ঞতা প্রমাণ করেছিল; লিবারম্যান এবং বুশের মধ্যে কি কোন পার্থক্য ছিল? বুশের বর্তমান সঙ্গী ডিক চেনি ইজরাইলের স্বপক্ষের প্রধান আমেরিকান থিংক ট্যাংক জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের ইহুদি ইনস্টিটিউটের (JINSA) উপদেষ্টা বোর্ড সদস্য ছিলেন। ভাইস প্রেসিডেন্ট হওয়ার পূর্বে ১৯৯১ সালে তিনি "ইজরায়েল" এর স্বপক্ষে আমেরিকার জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে নিজের ক্যারিয়ার উৎসর্গের জন্য বার্ষিক "ডিস্টিংগুইশড সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড" পুরস্কার লাভ করেন। এটি ইতিহাস হয়ে থাকে, যা তিনি কট্টর ইহুদি লিবারম্যানের সাথে ভাগ করে নিয়েছিলেন। তাহলে কেন ইহুদী লবি, ইহুদি রাষ্ট্র, অথবা মোসাদের আল গোরকে হত্যা করতে হবে? যাতে আমেরিকান রাজনীতিবিদরা ইহুদীদের স্বার্থকে আরও বেশি জোরদার করে?[২]

পশ্চিমা মুর্তাদ ইমামদের স্ব-আরোপিত অজ্ঞতা ছাড়াও, তারা ধর্মনিরপেক্ষতা, ইরজা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খৃষ্টান মৌলবাদীদের বিদেশী নীতিমালা প্রকাশকারী গ্রন্থের লেখক মুর্তাদ সাফার আল-হাওয়ালির পক্ষ থেকে বুশের জন্য তাদের প্রচারণায় সমর্থন পেয়েছিল ; তার গ্রন্থগুলি ইসলামী আকিদা এবং বর্তমান অবস্থা নিয়ে তার অজ্ঞতার স্বরুপ উন্মোচন করে দিয়েছে। সে নিজেকে তার ভ্রাতৃবৃন্দ অর্থাৎ পশ্চিমের ইমামদের মতই পথভ্রষ্ট এবং ক্ষীণবুদ্ধির হিসেবে প্রমাণিত করেছে, যারা এটা বুঝতে অক্ষম যে; বুশ, গোর এবং লিবারম্যান ইসলাম এবং মুসলিমদের প্রতি শত্রুতায় একই মনোভাব পোষণ করে। তারপর, যখন ১১ই সেপ্টেম্ব-

পেয়েছিল; যা তাকে ফ্লোরিডার ২৫ টি নির্বাচনী ভোটের সুরক্ষার অনুমতি দেয় এবং এভাবে গোটা আমেরিকা জুড়ে আনুমানিক ৮০ শতাংশ মুর্তাদের সমর্থনে সে রাষ্ট্রপতির আসনে উন্নীত হয়। এভাবে গণতান্ত্রিক ভোটের মাধ্যমে দ্বীনত্যাগের পাশাপাশি, তারা বুশের আট বছরের শাসনামলে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে কৃত অপরাধের অংশীদারে পরিণত হয় ।যাই হোক মুর্তাদ ভোটাররা এখান থেকেও শিক্ষা নেয় নি, ২০০৮ সালে ওবামা তাদের ৯০ শতাংশ ভোট পেল। এবং ইতিহাসের প্রায় ত্রিশ বছর পরে সারা বিশ্বে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে গৃহীত নীতিগুলিতে আমেরিকান রিপাবলিকান ও ডেমোক্রেটিক পার্টির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

তথাকথিত "মুসলিম ব্রাদারহুড" এবং এর বোন সম্প্রদায়ের মুর্তাদ ইমামরা মার্কিন গণতন্ত্রের পৌত্তলিক উৎসবগুলিতে ভোট দেওয়ার কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে, এই বার তারা ডেমোক্র্যাটিক পার্টি এবং এর রাষ্ট্রপতি মনোনীত প্রার্থী হিলারি ক্লিনটনের পক্ষে প্রচারণা চালিয়েছে। তারা দেখেও না দেখার ভান করে অথচ ওবামা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে - মুসলমানদের স্বার্থের বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করেছে যেভাবে বুশ সিনিয়র, বিল ক্লিন্টন এবং বুশ জুনিয়র তার পূর্বে করেছিল। ওবামা ইরাক ও শাম আক্রমণ করেছে , ইহুদী রাষ্ট্র ও আরবের অত্যাচারী শাসকদের নিরাপত্তা দিয়েছে, লিবিয়ায় হস্তক্ষেপ করেছে, (জিহাদের ক্রমবৃদ্ধি এবং বিস্তারে ভীত হয়ে, ঠিক যেমনটি ক্লিনটন বলকানের দেশগুলোতে করেছিল), বুশের ড্রোন আক্রমণ অব্যাহত রেখেছে, ইয়েমেন, আফগানিস্তান এবং সোমালিয়ায় প্রক্সি যুদ্ধ চালিয়ে গিয়েছে, এবং গুয়ানতানামো বে কারাগারের রক্ষণাবেক্ষণ করেছে, সে তার করা প্রায় প্রতিটি নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে, ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং হিলারি ক্লিন্টন উভয়েই নিঃসন্দেহে ঠিক তাই করবে যা তাদের পূর্বসূরিরা করে গিয়েছে।

এবং পরবর্তীতে ট্রাম্প এবং ক্লিন্টন উভয়েই ইহুদি রাষ্ট্রের পক্ষে এবং ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিজেদের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছে (বিশেষ করে তাদের শপথ ছিল ইসলামের দেহ খিলাফাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া), ট্রাম্প এবং ক্লিন্টনের মধ্যকার একমাত্র পার্থক্য হচ্ছে "রাজনৈতিক বিশুদ্ধতায়" ক্লিনটনের দক্ষতা ট্রাম্পের চেয়ে অনেক বেশি, নিজেকে একজন মহিলা নারীবাদী হিসেবে উপস্থাপন করে; ভন্ডামিপূর্ণ জাদুবিদ্যার মাধ্যমে উদ্দেশ্য সাধনের প্রক্রিয়া তার ভালই জানা আছে। এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "ঐ জাতি কখনোই সফল হবে না, যাদের নেতৃত্ব একজন নারীর হাতে থাকবে" (আবু বকর রাঃ থেকে আল বুখারি উদ্ধৃত করেছেন)। এবং অন্যদিকে ট্রাম্প হচ্ছে আবেগপ্রবণ ও অনিশ্চিত।

পরও, বুশ এবং ওবামা উভয়ের সাথে তাদের তিক্ত অভিজ্ঞতার পরে, আমেরিকান কুফফারদের বোঝা উচিত ছিল যে, ডোনাল্ড ট্রাম্পের ঐ একই নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিগুলির কোনও মূল্য নেই, বিশেষত আইপ্যাক (AIPAC) এবং নেতানিয়াহুর সাথে তার বৈঠকের পরে । এবং সাম্প্রতিক সময়ে তার "ইজরায়েল" নীতি পরিকল্পনাটি তাকে বৈদেশিক নীতি এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে তার প্রতিদ্বন্দ্বী ক্লিনটনের প্রতিমূর্তি হিসেবে উপস্থাপন করেছে ।

২ একইভাবে, জর্জ ডব্লিউ বুশ, জন ম্যাককেইন, ডোনাল্ড ট্রাম্প, বারাক ওবামা, বিল ও হিলারি ক্লিনটন, জো লিবারম্যান, জো বিডেন, জন কেরি এবং এদের মত যারা আছে; সবাই আমেরিকার ইজরায়েল পাবলিক অ্যাফেয়ার্স কমিটির (AIPAC) সমর্থক। সুতরাং পশ্চিমা মুর্তাদ ইমামরা কিভাবে এই দাবি উত্থাপন করে যে, বিভিন্ন মার্কিন রাষ্ট্রপতি মনোনীত প্রার্থী এবং সাধারণ প্রার্থীদের মধ্যে মুসলমানদের জন্য পার্থক্য করার বিষয় আছে ?

“ইসলাম” এবং “মুসলমানদের” বিষয়ে তাদের অবস্থান বিবেচনা করে এটা স্পষ্ট হয় যে, ক্লিনটন তার দ্বিমুখীতার মাধ্যমে জাতীয়তাবাদী “মুসলমানদের” এবং উদারপন্থী “ইসলাম” কে সম্মোহিত করতে চায়; যাতে সে মুর্তাদদের ভোটগুলো সুরক্ষিত করতে পারে এবং তাদেরকে এটা বিশ্বাস করাতে পারে যে আমেরিকান “ইসলাম” হচ্ছে এমন একটি প্রকল্প যা অন্যান্য দেশগুলিতে কার্যকর করা যেতে পারে, যার মাধ্যমে মুসলমানদের আরো বেশি করে মুর্তাদে পরিণত করতে পারে এবং চিরস্থায়ী জাহান্নামে নিতে পারে। আল্লাহ ﷻ বলেন, “ইহুদী ও খ্রীষ্টানরা কখনই আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না, যে পর্যন্ত না আপনি তাদের ধর্মের অনুসরণ করেন। বলে দিন, যে পথ আল্লাহ প্রদর্শন করেন, তাই হল সরল পথ। যদি আপনি তাদের আকাঙ্খাসমূহের অনুসরণ করেন, ঐ জ্ঞান লাভের পর, যা আপনার কাছে পৌঁছেছে, তবে কেউ আল্লাহর কবল থেকে আপনার উদ্ধারকারী ও সাহায্যকারী নেই” [সুরা বাকারা ২:১২০]। তিনি ﷻ আরো বলেন, “বস্তুতঃ তারা তো সর্বদাই তোমাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবে, যাতে করে তোমাদিগকে দ্বীন থেকে ফিরিয়ে দিতে পারে যদি সম্ভব হয়। তোমাদের মধ্যে যারা নিজের দ্বীন থেকে ফিরে দাঁড়াবে এবং কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের যাবতীয় আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে। আর তারাই হলো দোযখবাসী। তাতে তারা চিরকাল বাস করবে” [সুরা বাকারা ২:২১৭]। আর ট্রাম্প এখনো বুঝতে পারে নি, যে “মৌলবাদী ইসলামকে” সে সন্ত্রাসবাদ আখ্যায়িত করে তাই হচ্ছে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা, এটা খুবই সহজ-সরল বিষয় । ইসলাম ভীতি এবং ত্রাস সৃষ্টি করতে উৎসাহ দেয়, এতে লজ্জিত হওয়ার কিছু নেই। যেমনটি আল্লাহ ﷻ বলেন, “আর প্রস্তুত কর তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যাই কিছু সংগ্রহ করতে পার, নিজের শক্তি সামর্থ্যের মধ্যে থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে, যেন ভীতিকর প্রভাব পড়ে আল্লাহর শত্রুদের উপর এবং তোমাদের শত্রুদের উপর। আর তাদেরকে ছাড়া অন্যান্যদের উপর ও যাদেরকে তোমরা জান না; আল্লাহ তাদেরকে চেনেন” [আল আনফালঃ ৬০]।

এদিকে, মার্কিন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের দিনটি আরও নিকটবর্তী হওয়ার সাথে সাথে, গণতন্ত্রের রীতিনীতিতে অংশ নেওয়ার ব্যাপারে শরীয়াহ'র বিধান কি তা অন্যদের মনে করিয়ে দেওয়াটা জরুরি হয়ে গিয়েছে এবং দুইজন প্রার্থীর একজন যদি অপেক্ষাকৃত কম খারাপ হয় অথবা ইসলামের নামে কোন মুর্তাদ এতে অংশগ্রহণ করে, তবে শরীয়াহর বিধান পরিবর্তন হয়ে যায় না।

আল্লাহ ﷻ তাঁর বান্দাদের একমাত্র তাঁর ইবাদত করার এবং ত্বাগুতকে অস্বীকার ও বর্জন করার নির্দেশ দিয়েছেন। “এখন যারা 'তাগুত'দের অস্বীকার করবে এবং আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন করবে, সে ধারণ করে নিয়েছে এমন সুদৃঢ় হাতল যা ছিন্ন হবার নয়। আর আল্লাহ সবই শুনেন এবং জানেন” [সুরা বাকারা ২:২৫৬]। “আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং ত্বাগুতকে বর্জন কর” [সুরা নাহল ১৬:৩৬]। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “ইসলাম পাঁচটি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে: আল্লাহর ইবাদত করা এবং তিনি ব্যতীত সমস্ত মিথ্যা ইলাহকে অস্বীকার করা” [ইবনে উমর (রাঃ) থেকে মুসলিমে বর্ণিত]।

'ত্বাগুত' শব্দটি ভাষাগতভাবে আরবি মূলশব্দ 'ত্বগা' থেকে এসেছে, যার অর্থ হচ্ছে সীমা অতিক্রম করা। এটি হচ্ছে কুরআন ও সুন্নাহ অনুসারে আল্লাহর তাওহীদের সীমা, আল্লাহর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য এবং অধিকারগুলো যারা নিজের উপর আরোপ করবে, তারাই হচ্ছে ত্বাগুত। এখন এই ত্বাগুত যে কোন ব্যক্তি বা যে কোন কিছু হতে পারে। আল্লাহর তাওহীদ থেকে এটা জানা যায় যে, আইন প্রণয়নের ক্ষমতা একমাত্র তাঁর নিজের। অতএব আল্লাহর আইন ব্যতীত অন্য কোন আইনের মাধ্যমে বিচারকার্য পরিচালনা করা এবং বিচার প্রার্থনা করা হচ্ছে বড় শির্ক। কুরআন-সুন্নাহ থেকে এই বিষয়ে অসংখ্য সুস্পষ্ট দলিল রয়েছে।[৩] “তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য কর নি, যারা তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ কিতাব এবং তোমার আগে অবতীর্ণ কিতাবের উপর ঈমান এনেছে বলে দাবি করে অথচ ত্বাগুতের কাছে বিচারপ্রার্থী হতে চায়। অথচ তাকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে শয়তান তাদেরকে প্রতারিত করে পথভ্রষ্ট করে ফেলতে চায়” [সুরা নিসা ৪:৬০]।

৩ দেখুন, আসন্ন “রুমিয়াহ, ইস্যু ৩”, ইনশাআল্লাহ। “দ্বীন হিসেবে ইসলাম এবং মুসলমানদের জামায়াত” পার্ট -৪ এবং “তাওহীদুল হাকিমিয়্যাহ” দেখুন।

হিলারি ক্লিন্টনের নির্বাচন সহযোগী একজন ইহুদি ত্বাগুতের সাথে

একজন মুর্তাদ ভোটার

"তাদের কি এমন কোন শরীক দেবতা আছে, যারা তাদের জন্য দ্বীনের বিধান দিয়েছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি"? [সুরা শূরা ৪২:২১]। "যেসব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদানুযায়ী ফায়সালা করে না, তারাই কাফের" [সুরা মায়েদা ৫:৪৪]।

এভাবে মানবরচিত আইন এবং আধুনিক সংবিধান প্রণয়নকারী ব্যক্তিবর্গ এবং বিচারকগণ; যারা এই সংবিধান দিয়ে বিচারকার্য পরিচালনা করে এবং শাসকগণ যারা এই কুফরী আইন সবার উপর চাপিয়ে দেয়, তারা সবাই হচ্ছে ত্বাগুত এবং প্রত্যেক মুসলমানকে এই সমস্ত ত্বাগুতদের অস্বীকার করতে হবে এবং তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করতে হবে। এ প্রসঙ্গে ইবনুল কাইয়ুম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, "আল্লাহ তা'আলা আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন, যে কেউ মুহাম্মদ ﷺ এর শরী'আহ ব্যতীত অন্য কিছু দিয়ে শাসনকার্য পরিচালনা করে এবং এর মাধ্যমে বিচার সম্পন্ন করে সে ত্বাগুত৷ ত্বাগুত হচ্ছে ঐ সমস্ত মা'বুদ,লিডার,মুরব্বি যাদের আনুগত্য এবং অনুসরণ করতে গিয়ে সীমালংঘন করা হয়৷ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পরিবর্তে যাদের কাছে বিচার ফয়সালা চাওয়া হয় অথবা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ইবাদত করা হয় অথবা আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন দলিল প্রমাণ ছাড়াই যাদের আনুগত্য করা হয়। এরাই হচ্ছে পৃথিবীর বড় বড় ত্বাগুত। তুমি যদি এই সমস্ত ত্বাগুত এবং মানুষের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য কর, তাহলে বেশির ভাগ মানুষকে দেখবে আল্লাহর ইবাদতের পরিবর্তে ত্বাগুতের ইবাদত করে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কাছে বিচার ফয়সালা চাওয়ার পরিবর্তে ত্বাগুতের কাছে বিচার ফয়সালা নিয়ে যায় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের পরিবর্তে ত্বাগুতের আনুগত্য করে। (ইলাম আল-মুওয়াক্কিন)

ইতিহাস জুড়ে, আইন প্রণয়ঙ্কারী ত্বাগুত মূলত পাদ্রী ও রাজতন্ত্রের রূপে তাদের সমমনাদের নিয়ে বিরাজমান ছিল এবং প্রজারা আনুগত্য ও অনুসরণের মাধ্যমে তাদের উপাসনা করতো। গণতন্ত্রের উদ্ভাবন না হওয়া পর্যন্ত পৌত্তলিক গ্রীক ও রোমানরা আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতো। এভাবে শাসনব্যবস্থায় সাধারণ জনগণের ভোটে পাদ্রীদের মধ্য থেকে মিথ্যা "রব" এর আবির্ভাব ঘটলো; ঠিক যেভাবে গণতন্ত্রকে সাধারণ জনগণের শাসন বলা হয় । এই পৌত্তলিক ধর্মের মতে মানুষ চূড়ান্ত বিচারক, সব ক্ষমতা তাদের, এবং তারা নিজেরা আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতা রাখে। আধুনিক সমাজে চলছে প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র, যেখানে জনগণ তাদের প্রতিনিধিদের নির্বাচন করে এবং এই প্রতিনিধিরা নির্বাহী ক্ষেত্রে, বিচারিক কার্যে এবং আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করে এবং এভাবে তারা জনগণের প্রতিনিধিত্ব করে। এই "জনগণের শাসন" ব্যালট বাক্সের মাধ্যম ছাড়া অর্জন করা যায় না, যা জনগণের ইচ্ছা প্রকাশ করে। ব্যালট বাক্সের মাধ্যমে আইন এবং সংবিধান পাস করা হয়, যার মাধ্যমে শাসনকার্য এবং বিচার পরিচালনা করা হয় । ব্যালট বাক্সের মাধ্যমে, প্রার্থীদের এবং মনোনীত ব্যক্তিদের বাছাই করা হয়, তারা জনগণের প্রতিনিধিত্ব করবে এবং জনগণ তাদের আনুগত্য ও অনুসরণ করবে। গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে আল্লাহর আইনের কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই, যদি আল্লাহর আইন জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যায়। সুতরাং, যে কেউ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ভোট দেয়; সে নিজে প্রার্থী বা মনোনীত ব্যক্তি হোক বা না হোক, সে নিজেকে ত্বাগুতে পরিণত করে ফেলেছে - শাসন ও আইন প্রণয়নের ক্ষমতার ক্ষেত্রে সে নিজেকে আল্লাহর প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দাঁড় করিয়েছে। যে ব্যক্তিই এই কাজ করবে সে মুর্তাদে পরিণত হবে, হোক সে প্রকাশ্যে তার ধর্মনিরপেক্ষতার ঘোষণাকারী অথবা নামধারী মুসলিম; কারণ আইন প্রণয়ন ও বিচার-ফায়সালা করার ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহর; জনগণ, মানবরচিত সংবিধান বা জনপ্রতিনিধিদের নয়। সেই সাথে, কোন ব্যক্তির গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী ত্বাগুতদের অস্বীকার ও বর্জন গ্রহণযোগ্য হবে না, যতক্ষণ না সে গণতান্ত্রিক ভোটকে পরিত্যাগ করে।

ঈমানের একটি সুস্পষ্ট মূলনীতি হচ্ছে, কুফরের প্রতি সম্মতি থাকাটাও কুফর। কুফরের দিকে আহবান, কুফরকে সমর্থন করা, কুফরের সংকল্প করা, কুফর করার জন্যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া, ধর্মের নামে কুফরে লিপ্ত হওয়া অথবা সত্যিকার অর্থে বাধ্য না হয়েও দুনিয়াবী স্বার্থে কুফরে লিপ্ত হওয়া; এই সবকিছুই কুফরের প্রতি সম্মতি প্রকাশ করে। যদি কেউ এই মূলনীতি টা বুঝতে পারেন, তাহলে মানব শয়তান সৃষ্ট সন্দেহ এবং মুর্তাদ দ্বীনী ভাইদের শয়তানি কূটচাল, তার সামনে ধসে পড়বে ।
আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা বলেন, "যখন আপনি তাদেরকে দেখেন, যারা আমার আয়াত সমূহে ছিদ্রান্বেষণ করে, তখন তাদের কাছ থেকে সরে যান যে পর্যন্ত তারা অন্য কথায় প্রবৃত্ত না হয়, যদি শয়তান আপনাকে ভুলিয়ে দেয় তবে স্মরণ হওয়ার পর জালেমদের সাথে উপবেশন করবেন না" [সুরা আন'আম ৬:৬৮]। এবং "আর কোরআনের মাধ্যমে তোমাদের প্রতি এই হুকুম জারি করে দিয়েছেন যে, যখন আল্লাহ তা' আলার আয়াতসমূহের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন ও বিদ্রুপ হতে শুনবে, তখন তোমরা তাদের সাথে বসবে না, যতক্ষণ না তারা প্রসঙ্গান্তরে চলে যায়। তা না হলে তোমরাও তাদেরই মত হয়ে যাবে। আল্লাহ দোযখের মাঝে মুনাফেক ও কাফেরদেরকে একই জায়গায় সমবেত করবেন" [সুরা নিসা ৪:১৪০]। এই আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা বিধান জারি করেছেন, যদি একজন মুসলিম কুফর সম্পাদনের জায়গায় চুপচাপ বসে থাকে, সে তখন ঐ কুফর কারীর মত হয়ে যাবে। এই আয়াতগুলো থেকে দ্বীনের প্রাজ্ঞ আলেমরা এই মূলনীতি বের করেছেন, কুফরের প্রতি সম্মতি জ্ঞাপন করাটাও হচ্ছে কুফর। যদি কেউ শুধুমাত্র কুফরের সম্মেলনস্থলে নীরব থেকে

মুর্তাদে পরিণত হয়, যেখানে সে ঐ কুফরকে ঘৃণা করার দাবি জানাচ্ছে; তাহলে যে ব্যক্তি সরাসরি কুফরে অংশগ্রহণ করে তার হুকুম কি হবে চিন্তা করুন ? এটা অনেক বেশি জঘন্য অপরাধ, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ভোটদানের মাধ্যমে, "জনগণের শাসন" প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে এবং আল্লাহর তাওহীদের ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করে সে নিজেকে ত্বাগুতে পরিণত করে; আইন প্রণয়ন, বিচার ক্ষমতা এবং শাসনকর্তৃত্বে সে নিজেকে আল্লাহর প্রতিদ্বন্দী হিসেবে উপস্থাপন করে।

আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা বলেন, "আপনি কি মুনাফিকদেরকে দেখেন নি? তারা তাদের কিতাবধারী কাফের ভাইদেরকে বলে; তোমরা যদি বহিস্কৃত হও, তবে আমরা অবশ্যই তোমাদের সাথে দেশ থেকে বের হয়ে যাব এবং তোমাদের ব্যাপারে আমরা কখনও কারও কথা মানব না। আর যদি তোমরা আক্রান্ত হও, তবে আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে সাহায্য করব। আল্লাহ তা'আলা সাক্ষ্য দেন যে, ওরা নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী। যদি তারা বহিস্কৃত হয়, তবে মুনাফিকরা তাদের সাথে দেশত্যাগ করবে না; আর যদি তারা আক্রান্ত হয়, তবে তারা তাদেরকে সাহায্য করবে না। যদি তাদেরকে সাহায্য করে, তবে অবশ্যই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পলায়ন করবে। এরপর কাফেররা কোন সাহায্য পাবে না" [সুরা হাশর ৫৯:১১,১২]।এই আয়াতগুলোতে আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা ঐ সকল মুনাফিকদের কাফের বলে আখ্যায়িত করেছেন, যারা ভবিষ্যতে মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফেরদের সাহায্য করার মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেয়। অন্য আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা এমনকি তাদেরকেও কাফের বলে উল্লেখ করেছেন, যারা কাফেরদের তাদের কুফরে আংশিকভাবে আনুগত্য করার প্রতিশ্রুতি দেয়। আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা বলেন, "নিশ্চয় যারা সোজা পথ ব্যক্ত হওয়ার পর তৎপ্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে, শয়তান তাদের জন্যে তাদের কাজকে সুন্দর করে দেখায় এবং তাদেরকে মিথ্যা আশা দেয়। এটা এজন্য যে, তারা তাদেরকে বলে, যারা আল্লাহর অবতীর্ণ কিতাব অপছন্দ করে; আমরা কোন কোন ব্যাপারে তোমাদের কথা মান্য করব। আল্লাহ তাদের গোপন পরামর্শ অবগত আছেন" [সুরা মুহাম্মাদ ৪৭:২৫,২৬]। যদি শুধুমাত্র উপরোক্ত কাজের মাধ্যমে কেউ মুর্তাদে পরিণত হয়, তাহলে ঐ মুর্তাদের অবস্থা কতটা জঘন্য যে "জনগণের ক্ষমতায়ন" প্রতিষ্ঠা দাবির মাধ্যমে এবং ভোট প্রয়োগের মাধ্যমে ত্বাগুতে পরিণত হয়েছে । আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা সূরা হাশরে এই মুনাফিকদের মুখোশ উন্মোচন করেছেন এবং বলেন, "তারা শয়তানের মত, যে মানুষকে কাফের হতে বলে । অতঃপর যখন সে কাফের হয়, তখন শয়তান বলে তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই । আমি বিশ্বপালনকর্তা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করি" [সুরা হাশর ৫৯:১৬]। তথাকথিত ইসলামিক ভোটারদের ক্ষেত্রেও এই বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়, তারা কুফর সংঘটিত করার জন্য তাদের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি নির্বাচিত করে ; অতঃপর তাদের ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত প্রতিনিধি যখন কোন কুফরমূলক কাজ করে, তখন ঐ সমস্ত ইসলামিক ভোটাররা হাস্যকরভাবে নিজেদের নির্দোষ দাবি করে ।

আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা বলেন, "তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য কর নি, যারা তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ কিতাব এবং তোমার আগে অবতীর্ণ কিতাবের উপর ঈমান এনেছে বলে দাবি করে অথচ ত্বাগুতের কাছে বিচারপ্রার্থী হতে চায়। অথচ তাকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে শয়তান তাদেরকে প্রতারিত করে পথভ্রষ্ট করে ফেলতে চায়" [সুরা নিসা ৪:৬০]। এই আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ত্বাগুতের কাছে বিচার চাওয়ার ইচ্ছাপোষণকারীদের ঈমানদারিতার সাক্ষ্যকে অস্বীকার করেছেন, তাহলে যারা ইতোমধ্যে বিচার প্রার্থনা করেছে তাদের কথা বলাই বাহুল্য। তাহলে তাদের অবস্থা কতটা ভয়াবহ চিন্তা করুন, যারা ভোটদানের মাধ্যমে এবং বিচার-ফায়সালার ক্ষেত্রে নিজেদের চূড়ান্ত এবং সার্বভৌম ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করার মাধ্যমে, নিজেদের ত্বাগুতে পরিণত করেছে। একটি গণতান্ত্রিক দেশে এরা সবাই হচ্ছে ত্বাগুত। যদি সে দাবি করে শুধুমাত্র ভাল উদ্দেশ্য নিয়েই এই কাজগুলো সে করছে, তাহলে তার অবস্থা হবে উপরোক্ত আয়াতে বর্ণিত মুনাফিকদের মত। আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা তাদের সম্পর্কে বলেন, "এমতাবস্থায় যদি তাদের কৃতকর্মের

ডোনাল্ড ট্রাম্প এআইপিএসি কনভেনশন এ ইহুদিদের সন্তুষ্ট করছে

একজন মুর্তাদ হিলারি ক্লিনটন ও তাগুত সংবিধানকে সমর্থন করছে

দরুণ তাদের উপর বিপদ আরোপিত হয়, তবে তাতে কি হল! অতঃপর তারা আপনার কাছে আল্লাহর নামে কসম খেয়ে ফিরে আসবে যে, মঙ্গল ও সম্প্রীতি ছাড়া আমাদের অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না" [সুরা নিসা ৪:৬২]।

আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা আরও বলেন, "যারা ঈমানদার তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর পথে। পক্ষান্তরে যারা কাফের তারা যুদ্ধ করে ত্বাগুতের পথে। সুতরাং তোমরা যুদ্ধ করতে থাক ত্বাগুতের পক্ষালম্বনকারীদের বিরুদ্ধে, (দেখবে) শয়তানের চক্রান্ত একান্তই দুর্বল" [সুরা নিসা ৪:৭৬]। এই আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা তাদেরকে কাফের ঘোষণা করেছেন, যারা ত্বাগুতের পক্ষে যুদ্ধ করে। তাহলে ঐ সমস্ত ত্বাগুত নিজেরা কতটা জঘন্য, যাদের পক্ষে কাফেররা যুদ্ধ করে। ঠিক তেমনি ভোটের মাধ্যমে গণতন্ত্রের ত্বাগুতদের সকল মৌলিক বিষয়ে রায় দেওয়ার সুযোগ করে দেওয়া হয়।

আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা বলেন, "যার উপর জবরদস্তি করা হয় কিন্তু তার অন্তর বিশ্বাসে অটল থাকে সে ব্যতীত যে কেউ বিশ্বাসী হওয়ার পর আল্লাহতে অবিশ্বাসী হয় এবং কুফরীর জন্য মন উম্মুক্ত করে দেয় তাদের উপর আপতিত হবে আল্লাহর গযব এবং তাদের জন্যে রয়েছে মহাশাস্তি" [সুরা নাহল ১৬:১০৬]। মুফাসসিরগণ বলেন এই প্রথম আয়াতটি আম্মার ইবনে ইয়াসির (রাঃ) এবং মক্কার অন্যান্য মুসলিমদের জন্য নাযিল করা হয়েছিল, যাদেরকে ব্যাপকভাবে নির্যাতন করা হয় এবং তাদেরকে বাধ্য করা হয় নবী ﷺ কে গালমন্দ করতে ও মুশরিকদের মিথ্যা দেব-দেবীর প্রশংসা করতে। আল্লাহর বিধান অনুযায়ী একমাত্র এই ক্ষেত্রে কুফর করার সুযোগ আছে। দুনিয়াবী স্বার্থ হাসিলের জন্য কেউ কুফর করলে, সে কাফির হওয়া থেকে নিষ্কৃতি পাবে না। এই বিষয়টি আল্লাহ তায়ালা পরবর্তী আয়াতে পরিষ্কার করে দিয়েছেন, আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা বলেন, "এটা এ জন্যে যে, তারা পার্থিব জীবনকে পরকালের চাইতে প্রিয় মনে করেছে এবং আল্লাহ অবিশ্বাসীদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না" [সুরা নাহল ১৬:১০৭]।

আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা বলেন, "হে মুমিণগণ! তোমরা ইহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ জালেমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না। বস্তুতঃ যাদের অন্তরে রোগ রয়েছে, তাদেরকে আপনি দেখবেন, দৌড়ে গিয়ে তাদেরই মধ্যে প্রবেশ করে। তারা বলে আমরা আশঙ্কা করি, পাছে না আমরা কোন দুর্ঘটনায় পতিত হই। অতএব, সেদিন দুরে নয়, যেদিন আল্লাহ তা'আলা বিজয় প্রকাশ করবেন অথবা নিজের পক্ষ থেকে কোন নির্দেশ দেবেন-ফলে তারা স্বীয় গোপন মনোভাবের জন্যে অনুতপ্ত হবে" [সুরা মায়েদা ৫:৫১,৫২]। এই আয়াতদ্বয়ে যদিও মুনাফিকরা তাদের এই গর্হিত ভন্ডামির স্বপক্ষে কাফিরদের প্রতি তাদের ভয়ের অজুহাত পেশ করেছিল, কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাদের এই অজুহাত গ্রহণ করেন নি কারণ শরীয়াহ নির্ধারিত বাধ্যবাধকতার অজুহাত তাদের এই ভয় পাওয়ার ক্ষেত্রে খাটে না। ঠিক সেভাবে, গণতান্ত্রিক পন্থায় ভোটদানকারী মুর্তাদে পরিণত হবে, যদিও সে এই ভয় করে নির্দিষ্ট কোন প্রার্থী অথবা মনোনীত ব্যক্তির বিজয়; তাকে নির্বাসিত করতে পারে অথবা মুসলমানদের উপর অবমাননা নেমে আসতে পারে। যেহেতু শরীয়াহর বাধ্যবাধকতার ওজর শুধুমাত্র কাফের কর্তৃক অসহনীয় নির্যাতন, ভয়াবহ মৃত্যুদন্ড এবং কাফের কর্তৃক অধীনস্থ মুসলিমদের সত্যিকার অর্থেই ভয়ানক শাস্তি এবং তাৎক্ষণিক মৃত্যুদন্ডের হুমকি প্রদানের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য করা হয়েছে, আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা) এর ক্ষেত্রে যেমনটি ঘটেছে। নির্বাসন কিংবা অপমানিত হবার ভয় কোন বাধ্যবাধকতা নয়। যদিও ইহুদী এবং খৃষ্টানদের সমর্থন করা হচ্ছে ইরতিদাদ (দ্বীনত্যাগ), তাহলে ত্বাগুতদের সমর্থন করা বা কাউকে ভোটদানের মাধ্যমে ত্বাগুত নির্বাচিত করা এবং সকল ভোটারের ভোটের মাধ্যমে "জনগণের শাসন" প্রতিষ্ঠা করা কতটা জঘন্য কাজ হতে পারে চিন্তা করুন!

এছাড়াও, যদি কোন ব্যক্তির কুফর থেকে বাঁচার জন্য হিজরতের বাধ্যবাধকতা চলে আসে, তার জন্যেও বাধ্যবাধকতার ওজর গ্রহণযোগ্য হবে না; যদি তার হিজরত করার সামর্থ্য থাকে। আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা বলেন, "যারা নিজের অনিষ্ট করে, ফেরেশতারা তাদের প্রাণ

হরণ করে বলে, তোমরা কি অবস্থায় ছিলে? তারা বলেঃ এ ভূখন্ডে আমরা অসহায় ছিলাম । ফেরেশতারা বলে আল্লাহর পৃথিবী কি প্রশস্ত ছিল না, তোমরা দেশত্যাগ করে সেখানে চলে যেতে? অতএব, এদের বাসস্থান হল জাহান্নাম এবং তা অত্যন্ত মন্দ স্থান" [সুরা নিসা ৪:৯৭]। আততাবারিতে বর্ণিত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, এই আয়াত মক্কার কিছু অসহায় মুসলিমদের ব্যাপারে নাযিল করা হয়েছিল যারা তাদের ইসলামকে গোপন করেছিল কিন্তু বদর যুদ্ধে মুশরিক সেনাবাহিনীতে তাদের জোরপূর্বক অন্তর্ভুক্ত করানো হয় এবং মুসলিম সৈন্যদের নিক্ষিপ্ত তীরে এই অধীনস্থ মুসলিমদের বেশ কয়েকজন মারা যায়। মুসলিম সেনাবাহিনীর সদস্যগণ বলাবলি করছিলেন, "আমাদের এই মুসলিম ভাইয়েরা বাধ্য ছিল, চল আমরা তাদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি"। তারপর আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা নিহত মুসলিমদের অজুহাত গ্রহণযোগ্য হয় নি মর্মে এই আয়াত নাযিল করেন, "কিন্তু পুরুষ, নারী ও শিশুদের মধ্যে যারা অসহায়, তারা কোন উপায় করতে পারে না এবং পথও জানে না। অতএব, আশা করা যায়, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল" [সুরা নিসা ৪:৯৮,৯৯]। মহানবী (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবী (রাঃ) দের সাথে যুদ্ধ না করা সত্বেও শুধুমাত্র শত্রুদের সৈন্য সারি বৃদ্ধি করার অপরাধে যদি তাদের ক্ষমা করা না হয়, তাহলে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ভোটদানের মাধ্যমে যে নিজেকে ত্বাগুতে পরিণত করে এবং আল্লাহর পরিবর্তে যার আনুগত্য ও অনুসরণ করা হয়, তার অবস্থা তাদের চেয়ে কতটা ভয়াবহ হতে পারে !

আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা আরও বলেন, "জেনে রাখুন, নিষ্ঠাপূর্ণ ইবাদত আল্লাহরই জন্য। যারা আল্লাহ ব্যতীত অপরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে রেখেছে এবং বলে যে, আমরা তাদের ইবাদত এ জন্যেই করি, যেন তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেয়। নিশ্চয় আল্লাহ তাদের মধ্যে তাদের পারস্পরিক বিরোধপূর্ণ বিষয়ের ফয়সালা করে দেবেন। আল্লাহ মিথ্যাবাদী কাফেরকে সৎপথে পরিচালিত করেন না" [সুরা যুমার ৩৯:৩]। আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা আরও বলেন, "আমি তোমাদের আশপাশের জনপদ সমূহ ধ্বংস করে দিয়েছি এবং বার বার আয়াতসমূহ শুনিয়েছি, যাতে তারা ফিরে আসে। অতঃপর আল্লাহর পরিবর্তে তারা যাদেরকে সান্নিধ্য লাভের জন্যে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিল, তারা তাদেরকে সাহায্য করল না কেন? বরং তারা তাদের কাছ থেকে উধাও হয়ে গেল। এটা ছিল তাদের মিথ্যা ও মনগড়া বিষয়" [সুরা আহক্বাফ ৪৬:২৭,২৮]। এই আয়াতগুলো থেকে জানা যায় মুশরিকরা আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার মাধ্যমে ধর্মীয় স্বার্থ লাভ করতে গিয়ে শির্কে লিপ্ত হয়। কারণ তারা ভেবেছিল তাদের এই মনগড়া মূর্তির মাধ্যম ছাড়া আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়া সম্ভব না; যা তাদের সাধু, দানশীল, অতিথিপরায়ণ এবং ধর্মীয় পূর্বপুরুষরা শিখিয়ে গিয়েছিল। এভাবে যখন তারা অনুপস্থিত এবং মৃতদের কাছ থেকে সুপারিশ চাওয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন ধরণের শির্কে লিপ্ত হয়েছিল, তখন আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার সদিচ্ছা তাদেরকে তাকফির করা থেকে বিরত রাখতে পারে নি। ঠিক তেমনি, যে ভোট দিবে এবং গণতন্ত্রের ত্বাগুতদের সাথে যোগদান করবে, তখন শুধুমাত্র ইসলামের পক্ষে নিজেকে দাবি করা, তাকে কাফির হওয়া থেকে অব্যাহতি দেবে না।

এই আয়াতগুলো এবং কুরআনের অন্যান্য আয়াতগুলো প্রমাণ করে, "মুসলিম" ভোটাররা হচ্ছে ত্বাগুত-মুর্তাদ। যার রক্ত ঝরানো বাধ্যতামূলক হয়ে যায়, যদি না সে তওবা করে। আরও বলা যায়, যেখানে যাকাত প্রদানে অস্বীকারকারী মুর্তাদ গোষ্ঠীর নিষ্ক্রিয় সদস্যরা সাহাবা (রাঃ) দের সাথে সক্রিয়ভাবে যুদ্ধ না করা সত্বেও শুধুমাত্র তাদের জাতির কুফরের প্রতি সম্মতি জ্ঞাপন করায় তাদের মুর্তাদ ঘোষণা করা হয়েছিল, সেখানে তাদের অবস্থা কতটা ভয়াবহ হতে পারে যারা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সক্রিয়ভাবে ভোটদান প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে এবং নিজেরা ত্বাগুত গঠন করে!

এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ভোটদানের মাধ্যমে যারা মুর্তাদে পরিণত হয়েছে; তাদের জন্য তওবা করা এবং ত্বাগুতের প্রতি আনুগত্য থেকে বেরিয়ে এসে মিল্লাতে ইব্রাহিমের উপর নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা বলেন, "অতঃপর আপনার প্রতি প্রত্যাদেশ প্রেরণ করেছি যে, ইব্রাহীমের দ্বীন অনুসরণ করুন, যিনি একনিষ্ঠ ছিলেন এবং শিরককারীদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন না" [সুরা নাহল ১৬:১২৩]। মিল্লাতের বর্ণনা অন্য আয়াতে করা হয়েছে, "তোমাদের জন্যে ইব্রাহীম ও তাঁর সঙ্গীগণের মধ্যে চমৎকার আদর্শ রয়েছে। তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল, তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদত কর, তার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদের মানি না। তোমরা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন না করলে তোমাদের মধ্যে ও আমাদের মধ্যে চিরশত্রুতা থাকবে" [সুরা মুমতাহিনা ৬০:৪]। আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা মহানবী ﷺ কে সূরা কাফিরুনে একই কাজ করতে নির্দেশ দিয়েছেন, "বলুন, হে কাফের জাতি! আমি ইবাদত করিনা, তোমরা যার ইবাদত কর। এবং তোমরাও ইবাদতকারী নও, যার ইবাদত আমি করি। এবং আমি ইবাদতকারী নই, যার ইবাদত তোমরা কর। তোমরা ইবাদতকারী নও, যার ইবাদত আমি করি। তোমাদের কর্ম ও কর্মফল তোমাদের জন্যে এবং আমার কর্ম ও কর্মফল আমার জন্যে"। এই শেষ আয়াতের অর্থ হচ্ছে, তোমাদের জন্য রয়েছে মিথ্যা, কুটিলতাপূর্ণ কুফর ধর্ম এবং আমাদের জন্য রয়েছে সত্য,বিশুদ্ধ দ্বীন ইসলাম। এবং আমাদের দ্বীনের সাথে তোমাদের দ্বীনের কোন সম্পর্ক নেই। ঐ আয়াতের মত, "আর যদি তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে, তবে বল, আমার জন্য আমার কর্ম, আর তোমাদের জন্য তোমাদের কর্ম। তোমাদের দায়-দায়িত্ব নেই আমার কর্মের উপর এবং আমারও দায়-দায়িত্ব নেই তোমরা যা কর সেজন্য" [সুরা ইউনুস ১০:৪১]। তাই সূরা কাফিরুনকে বিভিন্ন হাদীসের গ্রন্থে শিরক হতে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আবুল জাওযা রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু ৮৩ হিজরি) বলেন, "সূরা কাফিরুন বেশি বেশি তিলাওয়াত কর এবং কাফেরদের সাথে তোমার সম্পর্কমুক্তির ঘোষণা দাও" (আদ-দ্বার আল-মানসুর)।

যখন মুহাম্মদ ﷺ ইব্রাহিম (আঃ) এর অনুকরণে ওহীর নির্দেশ নিয়ে আসলেন, তখন মুশরিকরা এই বলে অভিযোগ পেশ করলো, " তিনি আমাদের জ্ঞানী লোকদের অবজ্ঞা করছেন, আমাদের পূর্বপুরুষদের জাহান্নামী বলছেন, আমাদের ধর্মের অবমাননা করছেন, আমাদের জাতিকে বিভক্ত করে দিয়েছেন এবং আমাদের উপাস্যদের গালিগালাজ করছেন"। তাদের কেউ কেউ মুহাম্মদ ﷺ কে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন, তিনি কি সত্যিই তাদের জ্ঞানীদের, তাদের ধর্মের এবং তাদের ধর্মীয়বিশ্বাসের প্রতি অবজ্ঞা করছেন কি না, তিনি উত্তরে বললেন, " হ্যাঁ। তোমরা যা শুনেছ, আমি তাই বলেছি"। এবং যখন তারা তাঁর এবং তাঁর ধর্মের বিরোধিতা শুরু করলো , তিনি তাদের বললেন, "ওহে কোরাইশের দল, তোমরা কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছো? যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ তাঁর শপথ করে বলছি, আমি তোমাদের জবাই

করতে এসেছি"। ['আব্দুল্লাহ ইবনে 'আমর (রাঃ) হতে মুসনাদে আহমদ এবং সহিহ ইবনে হিব্বানে বর্ণিত]। যেভাবে ইব্রাহিম আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ সম্প্রদায়ের লোকজনদের উপাস্য মূর্তিগুলোকে সুদৃঢ় হওয়ার পূর্বেই চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়েছিলেন, মুহাম্মদ ﷺ ও সুযোগ পাওয়ামাত্রই হিজরতের পূর্বে একই কাজ করেছিলেন ['আলি(রাঃ) থেকে আহমদ, ইবনে হিব্বান, আল হাকিম এবং আদ-দিয়াতে বর্ণিত] এবং নববী ভূখন্ড প্রতিষ্ঠার পরও তিনি প্রকাশ্যে এবং কোন বিলম্ব করা ব্যতীত তাদের মূর্তিগুলোকে ধ্বংস করতে লাগলেন।

সেইমতে, মুওয়াহহিদদের উচিত আধুনিক মুশরিকদের বলা, হে কাফিররা! আমরা "মানুষের" ইবাদত করি না । আমরা কেবলমাত্র মানুষের প্রভূর ইবাদত করি। প্রকৃতপক্ষে, আমরা তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যেই "মানুষদের" ইবাদত কর তাদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করছি। আমরা তোমাদের গণতান্ত্রিক কুফরের প্রতি তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করছি। তোমাদের এবং আমাদের মধ্যে চিরশত্রুতা এবং বিদ্বেষ তৈরি হয়ে গেল, যতক্ষণ না তোমরা "মানুষদের" ইবাদত পরিত্যাগ করে এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে। সত্যিকার অর্থে আমরা তোমাদের হত্যা করতে এবং তোমাদের ব্যালট বাক্সগুলো চূর্ণবিচূর্ণ করে দিতে এসেছি। এই উক্তিগুলো হচ্ছে তোমাদের সাথে আমাদের জবানের মাধ্যমে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা।

শির্কের প্রতি বিদ্বেষের চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটে ত্বাগুত এবং কুফফারদের নেতাদের হত্যা করার মাধ্যমে। "যারা ঈমানদার তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর পথে। পক্ষান্তরে যারা কাফের তারা যুদ্ধ করে ত্বাগুতের পথে। সুতরাং তোমরা যুদ্ধ করতে থাক ত্বাগুতের পক্ষালম্বনকারীদের বিরুদ্ধে, (দেখবে) শয়তানের চক্রান্ত একান্তই দুর্বল" [সুরা নিসা ৪:৭৬]। "আর যদি তারা ভঙ্গ করে তাদের শপথ প্রতিশ্রুতির পর এবং বিদ্রুপ করে তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে, তবে কুফর প্রধানদের সাথে যুদ্ধ কর। কারণ, এদের কেন শপথ নেই যাতে তারা ফিরে আসে" [সুরা তাওবা ৯:১২]। মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে সেনা পরিচালনা এবং গুপ্ত অপারেশনগুলোতে এই শত্রুতার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছিলেন।

অতএব, যেহেতু এটা পরিস্কার যে "জনগণের ক্ষমতায়ন" প্রতিষ্ঠায় এবং গণতন্ত্রের মাধ্যমে ত্বাগুত নির্বাচনে ভোটাররা একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে কাজ করে এবং ভোটাররা প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করে এবং এই প্রতিনিধিরা নির্বাহী ক্ষেত্রে, বিচারিক কার্যে এবং আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে তাদের খেয়াল-খুশি অনুযায়ী জনগণের প্রতিনিধিত্ব করে। তাই ক্রুসেডার যোদ্ধাদের আগে ক্রুসেডার ভোটারদের রক্ত ঝরানো অধিক প্রাধান্য পাওয়ার দাবি রাখে। মহিলা ভোটারদের ক্ষেত্রেও একই বিধান জারি হবে, কারণ তারা শুধুমাত্র ক্রুসেডার স্বামীদের খিদমতকারী স্ত্রীর কিংবা ক্রুশ পূজারী সন্তানদের লালন পালনের ভূমিকায় সীমাবদ্ধ নেই, বরং মহিলা ভোটাররা গণতান্ত্রিক ত্বাগুতের একটি অংশ; যারা ইসলাম এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ক্রুসেডারদের অনুপ্রাণিত করে, আর এভাবে মুসলমানদের রক্ত ঝরানোয় সামনের সারির ক্রুসেডার যোদ্ধাদের পাশাপাশি তারাও সমানভাবে দায়ী।[৪]

মহান আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা এই বছরের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকে এমন এক ভয়ঙ্কর দুর্যোগে পরিণত করুন যা আমেরিকার ইতিহাস কখনো প্রত্যক্ষ করে নি । আমিন ।

৪ ইবনে কুদামাহ বলেন, "যদি কুফফাররা যুদ্ধের সময় তাদের নারী ও শিশুদের ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে, তবে তাদের হত্যা করার অনুমতি আছে। যুদ্ধে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহন না থাকলেও, তাদের লক্ষ্যবস্তু বানানোর অনুমতি আছে। যদি কোন নারী কুফফারদেরর সারিতে দাঁড়ায় বা তাদের দুর্গগুলির দেয়ালের উপর দাঁড়িয়ে থাকে এবং মুসলমানদের অভিশম্পাত করে বা মসলিমদের সামনে তার "সতর" অনাবৃত করে [যুদ্ধের সময় তাদের ক্রোধান্বিত করে তোলার জন্য] তখন সজ্ঞানে তাকে হত্যা করার অনুমতি আছে । যদি তাকে হত্যা করার জন্য তার নগ্ন শরীরের দিকে তাকাতে হয় , তবে এরও অনুমতি আছে কারণ তীরন্দাজদের জন্য তা বাধ্যতামূলক একটি বিষয়। যদি সে কুফফার যোদ্ধাদের জন্য তীর সংগ্রহ করে , তাদের পানি পান করায় অথবা তাদের যুদ্ধের জন্য উত্তেজিত করে; তাহলেও তাকে হত্যা করার অনুমতি আছে। কারণ এতে তার উপরেও যোদ্ধার হুকুম আরোপ হয়" (আল-মুঘনি)। বেশ কয়েকজন ফুকাহায়ে কেরাম যুদ্ধে নারীদের হত্যার বিষয়ে এই উদাহরণগুলোই উল্লেখ করেছেন। ক্রুসেডার জাতির মহিলা ভোটারদের জন্য হত্যার নিষেধাজ্ঞার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম আরো অধিকভাবে প্রযোজ্য হবে, কারণ তারা নিছক যোদ্ধা নয় বরং ত্বাগুতের অংশ হিসেবে ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আদেশ দেয় এবং আল্লাহ ব্যতীত তাদের উপাসনা করা হয় !